

(১)

সকাল থেকেই দিনটা ভাল যাচ্ছে না। প্রকৃতি আমার জন্য অদ্ভুত এক প্রোগ্রাম লিখেছে। একটা হোয়াইল লুপ, মাঝে শুধুমাত্র একটা বামেলা ফাংশন কল করা। কন্ডিশন হিসেবে দিয়েছে এক। তার মানে, সারাদিন শুধু সমস্যাই তৈরী হতে থাকবে।

অফিসে মিটিং ছিল, সকাল ১০ টায়। ৭ টায় এলার্ম বাজার কথা। এলার্ম তার দ্বায়িত্ব ঠিক ঠাক মতই পালন করেছে। আর আমি? বন্ধ করে আবার ঘুমিয়েছি। এখন বাজে ১১ টা।

ম্যানেজার একবার ফোন করেছিলেন। ফোন সাইলেন্ট করা। মনে মনে নিজেকে বকাবকি করতে লাগলাম। এরকম বকাবকি মাঝে মাঝেই করি, কোন কাজ হয় না।

যা-হোক, আজ আর অফিসে গিয়ে লাভ নেই। ম্যানেজার কে জানিয়ে দিলাম, শরীর ভাল নেই। আসতে পারব না।

আমার ম্যানেজার ইন্ডিয়ান। প্রতিবেশী দেশ হওয়ার কারনে কিছুটা বাড়তি খাতির আছে। আর এই অভ্যাসের সাথে সে আগেই পরিচিত। বিশেষ বিশেষ দিনে আমার অনুপস্থিতি তার কাছে তাই ডাল-ভাত।

সবসময় সে একটা অলটারনেটিভ প্লান করে রাখেন। যেমন, গতকালই আমার কাছ থেকে আজকের মিটিং এর যাবতীয় তথ্য নিয়ে রেখেছে।

আমি জানি, এই অভ্যাসের কারনে আমার চাকুরী থাকার কথা না। টিকে আছে শুধুমাত্র এই ম্যানেজার এর কারনে।

এই ভদ্রলোক যে নিতান্তই ভালো মানুষ, তা বলা যাবে না। আমি একবার তাকে পুলিশের হাত থেকে ছাড়িয়ে এনেছিলাম। তারপর থেকে কারা রক্ষীর মত আমার চাকুরী পাহারা দিয়ে যাচ্ছে।

এক শনিবার বিকালে ম্যানেজারের ফোন

- সুমন, আজ সন্ধ্যায় ফ্রি আছিস?
- একটু কাজ আছে দাদা, কোন দরকার?
- আমার বাসার পাশে একটা নতুন বার খুলেছে। আমি খাওয়াবো, চলে আয়।

সব কিছুর লোভ সামলানো গেলেও, মদের লোভ সামলানো মুশ্কিল। আমি বললাম,

- কখন আসব?
- ৯ টায় আয়?
- ঠিক আছে।

নতুন মদের দোকান। কাস্টমারদের আকৃষ্ট করতে বড় অঙ্কের ছাড় চলছে। পরদিন সকালে আমাকে বার্লিন যেতে হবে। তাই নিজেকে অনেক কষ্টে সামাল দিলাম। কিন্তু তপেস (আমার বস) ইচ্ছামত খেল।

সে যে অতিরিক্ত খেয়ে ফেলেছে, তার আচরনে সেটা স্পষ্ট। আমি থামানোর জন্য বললাম,

- দাদা, অনেক খেয়েছেন আজ আর না।
- [মাতলামির ভঙ্গিতে] কি বলছিস? মাত্র তো শুরু করলাম।
- অনেক তো খেয়েছেন, এবার বাড়ি চলেন?
- আমার টাকাই আমি খাবো, তোর বাবার কি হে!

এপর্যন্ত একদম ঠিক-ঠাক ছিল। তারপর দেখা দিল বিপত্তি। আমাদের সামনের টেবিলে এক তুর্কিশ দম্পতি বসে মদ্যপান করছিল। তপেস ঐ ভদ্রমহিলাকে নিজের স্ত্রী ভেবে খারাপ ভাষায় গালাগালি শুরু করে দিল,

- শালির মাগি, তুই বললি বান্ধবির বাড়ি যাবি, এই তোর বান্ধবির বাড়ি?

ঘটনার আশ্বিকথায় তারা বোবা হয়ে আছে। ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে পরেছেন। আশে-পাশের সবাই আমাদের দিকে তাকিয়ে।

আমি তপেসকে থামানোর জন্য উঠতেছি, এমন সময় আমাদের সবাই কে হতবাক করে দিয়ে তুর্কিশ ভদ্রমহিলার গালে ঠাস ঠাস করে দুইটা চড় বসিয়ে দিলেন।

- হারামজাদি, আমার সাথে দুই নম্বর?

আমি সাথে সাথেই গিয়ে জাপটে ধরলাম। বারের ম্যানেজার এর মধ্যে পুলিশকে কল করে দিয়েছেন। পুলিশ চলে এল। তপেসকে ধরে নিয়ে গেলো।

আমিও থানায় গেলাম। ভাগ্যক্রমে থানায় একজন ইন্ডিয়ান পাওয়া গেলো। তাকে অনেক বুঝি-শুনিয়ে তপেস কে থানা থেকে ছাড়িয়ে আনলাম।

(২)

বিছানা থেকে উঠে ফ্রেশ হতে হতে ১২ টা বেজে গেলো। তাই, নাস্তা না করে একবারে দুপুরের খাবার খাব ভাবলাম।

ফ্রিজে পিজ্জা ছিল, ওভেনে দিয়ে বিছানায় শুয়েছি। সাথে সাথে আবার ঘুম। প্রায় ঘণ্টা-খানেক পর দেখে কেউ একজন দরজায় নক করছে।

দরজা খুলেই দেখি পাশের রুমের হ্যাংলা পাতলা মেয়েটা। সাথে সাথেই পিজ্জার কথা মনে পড়ে গেলো। মেয়েটার সাথে পিজ্জার কি সম্পর্ক বুঝলাম না। কথা না বলেই কিচেনে দোড় দিলাম।

রান্না ঘরে গিয়ে দেখি, যা হওয়ার তাই হয়েছে। ধোয়ায় অন্ধকার।

পিজ্জা অবস্থা দেখে ছোটবেলায় ছোলা পুড়িয়ে খাওয়ার কথা মনে পড়ে গেলো। কিন্তু এত কিছু থাকতে ছোলা পুড়িয়ে খাওয়ার কথা মনে পড়ল কেন?

পিজ্জার প্যাকেট হাতে নিয়ে দেখি, ছোলার ছবি। বুঝলাম, ভিতরে শিদ্ধা ছোলা ছিল। বাংলাদেশে হলে এই পিজ্জার নাম হত ছোলা-পিজ্জা। অথবা, স্মোকড চিকপিস পিজ্জা।

আমি অবাক হলাম, ছোলা পোড়ার গন্ধে আমার ব্রেইন ১৫ বছর আগের স্মৃতি ফেরত নিয়ে এসেছে। অবশ্য এমনটা মাঝে মাঝেই হয়।

আমার ব্রেইন এ তথ্যগুলো পাইথন এর ডিকশনারী আকারে সাজানো থাকে। একটা ভালু আরেকটার ইন্ডেক্স।

আমার স্নোকড চিকপিস পিড্জা আপাতত খাওয়া হলোনা।  
বাসায় আর কোন খাবারও নেই। সুপারশপে যে যাব, সে ইচ্ছাও  
নেই।

জার্মানীতে আসার পর থেকে দেশী খাবারের স্বাদ প্রায় ভুলতে  
বসেছি। আন্মুর সাথে মাঝে মাঝেই রাগ করি, আমাকে  
ছোটবেলায় কেন রান্না শেখায়নি। মেয়েদের শেখাতে পারলে  
আমাকে কেন নয়। এটাও এক ধরনের লিঙ্গ-বৈশম্য।

এখানে এসে আমি যে রান্নার চেষ্টা করিনি তা নয়। অনেকবার  
চেষ্টা করেছি, প্রতিবারই একটা না একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান  
দিতে ভুলে যায়।

একবার ইউটিউবে ভেড়ার মাংস রান্নার রেসিপি দেখে  
কনফিডেন্স পেলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম, বন্ধুদের দাওয়াত করে  
খাওয়াব। সবাইকে তাক লাগিয়ে দিব।

যেই ভাবা সেই কাজ। তিন কেজি মাংস কিনলাম। বন্ধুরা বার  
বার না করছিল, আমিও ছাড়ার পাত্র নই।

ভিডিওতে যেভাবে দেখিয়েছে, সবকিছু সেভাবেই করেছি।  
কোথাও কিছু বাদ দেয়নাই। অতিরিক্ত উত্তেজনায় চেকে দেখার  
কথা ভুলে গেলাম।

দেখতে অসাধারণ হয়েছে। ঘন ঝোলার উপর হালকা তেল  
ভেসে আছে। আর মাঝে মাংসের টুকরোগুলো উকি দিচ্ছি।  
দেখেই জিভে জল চলে আসার মত।

সবাইকে খেতে দিলাম। মাংস মুখে নিয়েই একে অন্যের দিকে  
চাওয়া-চাওয়ি আরম্ভ করল। কেউ কিছু বলেনা। আমি নিজে  
মুখে দিয়েই বুঝলাম, সব ঠিক শুধু লবন দেয়া হয়নাই।

বাকি মাংসতে লবন দেয়া হলো ঠিকই, কিন্তু স্বাদ এলনা। খেতে লাগল অত্যন্ত জঘন্য। সবাই দুই-এক পিস করে মাংস নিয়ে খাওয়া শেষ করল।

বন্ধুরা চলে যাওয়ার পর রেসিপি়র ভিডিওটা আরেকবার দেখলাম। অবাক কান্ড। রেসিপি়তে কোথাও লবনের কথা বলা নাই। সিদ্ধান্ত নিলাম, আর ভিডিও দেখে রান্না নয়।

তার পর আর দেশি খাবার রান্না করার সাহস পাইনি। আমি অবশ্য দুইটা খাবার ভালো রান্না করতে পারি। পাস্তা আর নুডলস। আর এ দুইটা খাবারই আমার বন্ধু মহলে বেশ সমাদৃত।

আজ পিঞ্জা পুড়িয়ে ফেলে দুপুরে ভারি কিছু খাওয়া হলো না। বিস্কুট ছিল। এক কাপ চায়ের সাথে বিস্কুট। এভাবেই দুপুর পার করলাম।

(৩)

খাওয়া শেষে বিছানাই আসতেই দুচোখ আবার ঘুমে এটে এল। খুব বাজে স্বপ্ন দেখলাম। দেখলাম, কারা যেন তমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। আমি দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু কিছু করতে পারছি না। কথা বলার চেষ্টা করছি। ঠোট নড়ছে, শব্দ হচ্ছে না।

বাংলাদেশ থেকে আম্মুর ফোনে ঘুম ভেঙ্গে গেলো। ছোট খালা এক্সিডেন্ট করেছেন। খালার এক্সিডেন্টের খবর শুনে নানু স্ট্রোক করেছেন। দুইজনই হাসপিটালে।

নানুর অবস্থা ভাল। মাইনর স্ট্রোক। কিন্তু, খালার অবস্থা আশঙ্কাজনক। এখনো জ্ঞান ফেরেনি।

তমাকে ফোন দিচ্ছি, ফোন ধরছে না। সকাল থেকে দিনটা ভাল যাচ্ছে না। তাই শুধু উল্টা পাল্টা চিন্তা হচ্ছে।

প্রায় ঘন্টাখানেক পর আম্মু ফোন করে জানালো খালার জ্ঞান ফিরেছে। কথা বলতে পারছেন। মাথায় আঘাত লেগেছিল। কিন্তু, সিটি-স্ক্যান এর রিপোর্ট ভালো।

এই খবর শুনে নিজেকে একটু হালকা হালকা অনুভব করতে লাগলাম। বিছানায় শুয়ে গা এলিয়ে দিয়েছি। কেবলি ঘুম ঘুম ভাব এসেছে, এমন সময় তমার ফোন,

- ফোন দিয়েছিলে?
- হ্যা, ছোট খালা এক্সিডেন্ট করেছেন।
- হায় আল্লাহ। কি বলো? কেমন করে?
- অটো রিস্কাইন করে যাচ্ছিলেন, পিছন থেকে ট্রাকে ধাক্কা দেয়।
- এখন কি অবস্থা?

- এখন ভাল। জ্ঞান ফিরেছে। নানু স্ট্রোক করেছিলেন, উনার অবস্থাও এখন ভাল।
- আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ উনাদের সুস্থ করে দিন।

ফোন রাখতে যাব, এমন সময় তমা আবার বলল,

- জোনাকী দেখবা?
- আমার মনের অবস্থা ভাল না। আজ থাক।
- আমি নিশ্চিত জোনাকী দেখলে তোমার ভালো লাগবে।
- কিন্তু, তুমি মিউনিখে জোনাকী কোথায় পেলে?
- কাল আমার এক বান্ধবীর সাথে জঙ্গলে গিয়েছিলাম। তুমি বিশ্বাস করবেনা, এত্ত জোনাকী আমি বাংলাদেশেও কখনো দেখিনি।
- ঠিক আছে, কখন যাবা?
- সন্ধ্যা নামে ৭ টায়। আমরা ৮ টায় এ পেনির (সুপার শপ) সামনে দেখা করব।
- ঠিক আছে। বাই।
- বাই।

ভালোই হলো, অনেকদিন দেখা হয়না। মেয়েটার সাথে দেখা হলেই সারাদিনের বিষন্নতা কেটে যাবে।

আমাদের এই এক সমস্যা। যখন দেখা হয়, প্রায় প্রতিদিন ই দেখা হয়। আবার এক মাস দেখা করিনি এমন রেকর্ডও আছে। অথচ ওর ডর্ম থেকে আমার ডর্মের দূরত্ব মাত্র পাঁচশো মিটার।

তমার গায়ের রঙ শ্যামলা হলেও সে অসম্ভব রূপবতী। প্রকৃতি এ রঙটাই তার জন্য বরাদ্দ করে রেখেছে। এক ছটাক কমও না, আবার বেশিও না। বামপাশে ঠোঁটের উপর একটা তিল তার সৌন্দর্যের মাত্রা কয়েকগুন বাড়িয়ে দিয়েছে।



মাথায় ঘনকালো চুল, সবসময় বেনী করে রাখে। জার্মানী এসেও তার সাজ-সজ্জা একদম বাঙ্গালীর মত। কোন উপলক্ষ পেলেই শাড়ি পরে।

তার কথা হচ্ছে, সবাই সবার সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করে। আমাদেরও আমাদের সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করা উচিত। সবার সামনে তুলে ধরা উচিত। মাঝে মাঝে আমাকেও বাধ্য হয়ে পাঞ্জাবী পরতে হয়।

তমা অল্পতেই অনেক বেশি খুশি হয়। তাই আমি ধরেই নিয়েছি, খুব বেশি জোনাকীর দেখা পাব না। তবে, তমার সাথে দেখা হবে এটাই সবথেকে বেশি পাওয়া।

আমার ৮ টায় পেনির সামনে যাওয়ার কথা। যেহেতু বাসায় খাবার নেই, আমি একটু আগে ভাগেই রওনা দিলাম। ৭ঃ১৫ তেই পেনির সামনে গিয়ে দেখি তমা দাঁড়িয়ে আছে।

সে শাড়ি পরে এসেছে। অদ্ভুত সুন্দর লাগছে। আমি কখনো তাকে টিপ পরতে দেখিনি। কিন্তু আজ টিপ পরেছে। টিপ পরে তাকে আরো বেশি সুন্দর লাগছে।

আমাদের দেখা হলে সাধারণ সে দৌড়িয়ে আমার কাছে চলে আসে। মাঝে মাঝে জড়িয়ে ধরে। আজ এসবের কিছুই করল না। চুপ করিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

জিজ্ঞেস করলাম,

- হ্যাঁলো ম্যাডাম। এত আগেই চলে এসেছ যে?
- তুমি আসবে, তাই চলে এলাম। [হাসি]
- তুমি কিভাবে জানলে আমি এখন আসব।
- আমি জানি। [আবার হাসি]

আমিও হেসে বললাম,

- ভালই করেছে। আমারও বাসায় বাজার নেই, চল কিছু বাজার করি।
- এখন বাজার করে সময় নষ্ট করা যাবে না। চলোতো!
- তুমি না বললে, ৮ টায় যাবে?
- আজ আমাবস্য। আগে আগেই জোনাকী চলে আসবে।
- আমি দশ মিনিটেই বাজার সেরে ফেলতে পাড়তাম।
- আমার কথার কোনই গুরুত্ব নেই তোমার কাছে। বলেই কান্না শুরু করে দিল।

তমা অনেক ছেলেমানুষি করে, কিন্তু তার এ আচরন আমার কাছে নতুন মনে হতে লাগল। হাত ধরে বললাম,

- ঠিক আছে বাবা। চল।

একি! তমার হাত একদম ঠান্ডা! আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম,

- তোমার হাত এত ঠান্ডা কেন?
- আসার সময় পাতিল ধুয়ে এসেছি। হাতে পানি লেগে ঠান্ডা হয়ে আছে।

কপালে হাত দিতে গেলাম, ঝাড়া দিয়ে হাত সরিয়ে দিল। বললাম,

- তোমার কি শরীর খারাপ?
- না, এমনিতেই ভালো লাগছে না।

কথা না বাড়িয়ে বললাম,

- ঠিক আছে, চলো।

(৫)

পেনি থেকে জঙ্গলের দূরত্ব এক কিলোমিটার কাছাকাছি। হেটে যেতে ১৫ মিনিটের মত লাগবে। আমরা গল্প করতে করতে হাটা দিলাম।

গল্প ঠিক বলা যাবে না। আমি কথা বলে যাচ্ছিলাম, আর তমা হ্যা-হু করে যাচ্ছিলো। আমি বললাম,

- আমি শুধু একাই কথা বলে যাচ্ছি, তুমি কিছুই বলছ না যে?
- বলছি তো!
- বাড়িতে ফোন করেছিলে?
- হ্যা!
- সবাই ভালো আছে?
- আছে!

তমা আমার সাথে কথা না বললেও দ্রুত গতিতে হেটে যাচ্ছে। বারবার আমার সামনে চলে যাচ্ছে। বললাম,

- এত জোরে হাটছ কেন?
- বাসায় ফিরে রান্না করব।
- কেন?
- তুমি না বললে, তোমার বাসায় বাজার নেই। তোমার জন্য।

বলেই হাসি শুরু করল। অদ্ভুত রকমের হাসি যে হাসি আমি কখনো শুনিনি। সে কখনোই এরকম উচ্চস্বরে হাসে না।

তার প্রতিটা আচরন আমার কাছে অস্বাভাবিক লাগছে। কিন্তু কিছু বলতে পারছি না, পরে রেগে গেলে রাগ ভাঙানো অসম্ভব

হয়ে যাবে। স্বপ্ন রাগীদের এই এক সমস্যা। রাগ করে না। কিন্তু একবার রাগ করলে রাগ ভাঙানো অসম্ভব।

এই জঙ্গলে আমি আগেও এসেছি। দিনের বেলা। জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে বড় রাস্তা চলে গিয়েছে। রাস্তার বামপাশের জঙ্গলে একটা লেক এবং একটা বড় কবরস্থান আছে। আর ডানপাশের জঙ্গল শুধু গাছ-গাছালিতে ভরা।

দুই দিকেই জঙ্গলেই অসংখ্য পিচ ঢালা হাটার রাস্তা আছে। পেনি ডান দিকের জঙ্গলের কাছে, তাই ভেবেছিলাম আমরা ডানদিকের জঙ্গলে যাচ্ছি।

আমাকে অবাক করে দিয়ে তমা বামে মোড় নিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম,

- এদিকে যাচ্ছ কেন?
- এদিকেই যেতে হয়।
- তুমি না কবরে ভয় পাও?
- না!

এই "না" শব্দটা কেমন যেন শুনালো। মানুষ "না" বললে কখনোই এরকম শুনায় না। আর তমার না বলা, অসম্ভব!

মনে হচ্ছে আমি ভয় পাচ্ছি। ভয় পেলে স্বাভাবিক জিনিসও অস্বাভাবিক মনে হয়। আমাদের হয়তো তাই হচ্ছে। এরকম ঘটনা এই প্রথম নয়।

একবার অদ্ভুত এক ঘটনা ঘটল। আমি তখন ক্লাস ফাইভে পড়ি। স্কুলের ফাইনাল পরীক্ষা শেষ। বৃত্তি পরীক্ষা দিব বলে অনেক রাত জেগে পড়তাম।

রাত প্রায় একটা বাজে। গ্রামে একটা বাজা মানে, পিন ড্রপ নিরবতা। কোথাও কোন শব্দ নেই। মাঝে মাঝে কুকুরের এবং ঝি ঝি পোকাকার ডাক ছাড়া আর কিছু শুনা যায় না।

বাড়ির টয়লেট ছিল সোবার ঘর থেকে একটু দূরে। আব্বু কে ডাকতে গিয়েও ডাকলাম না। সারাদিন পরিশ্রম করে বিশ্রাম নিচ্ছে। ডাকতে খারাপ লাগল।

একাই টয়লেট করতে গেলাম। ২ নম্বরে ধরায় একটু সময় বেশি লাগল। প্রায় ২০ মিনিট পর যখন টয়লেট থেকে বের হলাম, ঘরের দিকে তাকিয়েই আমার হাড়ে শীতল পানি বয়ে গেলো। দুয়া-দরুদ পড়া শুরু করলাম।

উঠানের মাঝখানে অদ্ভুত এক জন্তু শুয়ে শুয়ে গোঙাচ্ছে। মনে হচ্ছে, আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমি দাড়িয়েই আছি। ভয়ে শরীরের মাংসপেশী পর্যন্ত জমে গিয়েছে। পা তুলে সামনে যেতে পারছি না। মনে হচ্ছে কিছু একটা আমার পা মাটির সাথে শক্ত করে ধরে আছে। কোনভাবেই পা তুলতে পারছি না।

কয়েক সেকেন্ড যেতে না যেতেই দেখি ঐ জন্তুটা উঠে আমার দিকে আসছে। আমি আর পারলাম না। বাবাগো মাগো বলে দিলাম চিৎকার।

সাথে সাথেই আন্সু, আব্বু, ভাইয়া সবাই উঠে পড়ল। আর অমনি জন্তুটা ঘেউ ঘেউ করে ডাকা শুরু করল। ঐই জন্তুটা আর কেউ নয়, আমার পোশা কুকুর, মিনু। আমি বাইরে একা আসছি দেখে সে উঠোনের মাঝে এসে আমাকে পাহারা দিচ্ছিল।

আমার দেরি হওয়াতে সে ঘুমিয়ে পড়েছে। আর এই ফাকে  
বাতাসে একটা পলিথিন এসে মিনুর সামনের অংশটা ঢেকে  
দিয়েছে।

(৬)

যাইহোক, কবরে আমি কখনোই ভয় পাই না। কিন্তু আজ কেমন জানি গা ছম ছম করতে লাগল। লজ্জায় বলতে পারছি না, আবার ভয়টাও সরাতে পারছি না

ভয় এমন একটা জিনিস, যা একবার ভিতরে ঢুকলে বাড়তেই থাকে। দূর করার একমাত্র উপায় হচ্ছে সঠিক ব্যাখ্যা। আগুন নিভাতে যেমন পানির দরকার, ভয় নিভাতে ব্যাখ্যা। এই হচ্ছে জগতের নিয়ম।

মনের ভিতর খচখচানি বাড়তেই লাগল। ব্যাখ্যা দাড় করানোর চেষ্টা করতে লাগলাম। আজ সারাদিন আমার সাথে আজো বাজে ঘটনা ঘটেছে। একারণে আমার মস্তিষ্ক ধরেই নিয়েছে, আমার দিনটা শুভ নয়। যদিও আমি অশুভ দিনে বিশ্বাস করিনা।

কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। মানুষের মস্তিষ্কে দুইটা ভাগ আছে। একটা ভাগ যার কথা সবসময় আমি শুনি, সে অশুভ দিনে বিশ্বাস করে না। কিন্তু আরেকটা ভাগ বিশ্বাস করে। তার কাজই হচ্ছে, উল্টা-পালটা চিন্তা করা। দুটো প্রকৃতির।

এখন মনে হচ্ছে, দুটো মস্তিষ্কের সাথে ভাল মস্তিষ্ক পেরে উঠছে না। ভয় ভুলে থাকার চেষ্টা করা যেতে পারে। মানুষ কিছুতে ব্যস্ত থাকলে ভয় ভুলে থাকতে পারে। আমিও তাই চেষ্টা করতে লাগলাম। মজা করার জন্য তমাকে বললাম,

- আজ তোমাকে দেখে আমার খুব ভয় লাগছে।

তমা কিছু বলল না। শুধু আমার দিকে ফিরে হাসল। আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম, তোমার মুখে একটাও দাত নেই। ভয় পাচ্ছি বলে কি এত আবোল তাবল দেখব?



না, আর নিজেকে ধরে রাখতে পারছি না। তমাকে বললাম,  
আমার মাথা ধরেছে, চল বাসায় যাই। তমা আবার হাসল। বলল,

- চল, লেকের পাড়ে বসে তোমার মাথা টিপে দিচ্ছি।

এবার দাঁত দেখেছি। সব ঠিক আছে। সারাদিন এর ধকলের  
কারণেই এরকম উল্টা-পাল্টা ভাবছি।

লেকের পাড়ে এসে যা দেখলাম, তাতে আমার চোখ ছানাবড়া।  
চাঁদের রূপালী আলোয় লেকের পানি চিকচিক করছে। সাদা  
হাঁসগুলো মনের আনন্দে গোসল করছে। আর তাদের সাথে  
যুক্ত হয়েছে অসংখ্য জোনাকী।

আমি আমার জীবনে এতো জোনাকী দেখিনি। তমা জোনাকী  
দেখেই লাফালাফি শুরু করে দিল। জোনাকী ধরছে আর ছেড়ে  
দিচ্ছে।

আমি একবার অন্যদিকে ফিরতেই মনে হলো, তমা তার  
জোনাকীগুলো মুখে পুরে দিল। আমি সাথে সাথেই জিজ্ঞেস  
করলাম

- তুমি কি খেলে?
- কই কিছু না তো!

আমার স্পষ্ট মনে হলো সে কিছু মুখে দিল। যাইহোক, এই  
জঙ্গলে এসে ঝগড়া করার মানে হয় না। মোবাইলে মেসেজ  
এসেছে। পকেট থেকে মোবাইল বের করেছি, মেসেজ দেখব  
বলে। এমন সময়, দেখি তমা লেকের পানিতে পড়ে হাবু-ডুবু  
খাচ্ছে।

আমি লেক থেকে প্রায় ৫০ মিটার দূরে। এই অল্প সময়ে মেয়েটা এত দূর কিভাবে গেলো? আর পানিতেই বা নামল কেন? তার উপর আবার সাতার জানে না।

এসব কিছু চিন্তা করার সময় নেই। তমাকে বাচাতেই হবে। আমি সাথে সাথেই দৌড় লেকের দিকে দৌড় দিলাম। পানিতে ঝাপ দিব এমন সময় পাথরে হোচট খেয়ে পড়ে গেলাম।

ফোন হাতেই ছিল। পড়ে গেলো, সাথে সাথেই স্ক্রীনের আলো জলে উঠল। সাথে সাথেই আবার নিভে গেলো। ফোনের দিকে লক্ষ না করে আমার পানিতে ঝাপ দেয়ার কথা। কিন্তু এক সেকেন্ডে যা দেখলাম, তাতে আমা মাটি থেকে উঠার শক্তি হারিয়ে ফেললাম।

নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছি না। মনে মনে বললাম ভুল দেখলাম না তো? না, তা কি করে হয়? সাথে সাথেই চোখ বুঝলাম। হ্যা, এখনো স্পষ্ট দেখতে পারছি। ওটা তমার মেসেজ ছিল,

- তুমি কোথায়? ৮ঃ১০ বাজে, আমি প্রায় ৫ মিনিট ধরে তোমার জন্য দাঁড়িয়ে আছি।

সারাদিন যেভাবে ভুল করছি, মস্তিষ্কের কল্লনা হতেই পারে। হাতে সময় নেই। দ্রুতই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

একদিকে তমা ডুবে যাচ্ছে, আরেকদিকে মস্তিষ্কের কল্লনা। সাথেই সাথেই ফোন হাতে নিলাম। আবার অন করার চেষ্টা করলাম। তমা গোঙানো শুরু করেছে। সাথে প্রচন্ড জোরে জোরে পানি ঝাপ্টাচ্ছে।

আল্লাহকে ডাকা শুরু করলাম। মনে মনে বললাম, আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করো দয়াময়।

ফোনের পাওয়ার বাটন চেপে ধরে আছি। অন হচ্ছে না। প্রতিটা সেকেন্ড মনে হচ্ছে এক একটা ঘন্টা। না আর অপেক্ষা করা যাবে না। এখনি ঝাপ দিতে হবে। তুলে আনতে হবে আমার প্রিয়তমাকে।

ফোন মাটিতে ছুড়ে মেরে পানিতে ঝাপ দিব, এমন সময় আবার ফোনের আলো জ্বলে উঠল। ওন হচ্ছে। ঐদিকে তমার গোঙানি বাড়ছে।

একটা ফোন অন হতে যে এত সময় লাগে, জানা ছিল না। পানি ঝাপটানো কমে যাচ্ছে। তাহলে কি তমা মারা যাচ্ছে। না, আমি কি তাহলে ভুল করছি?

পানি ঝাপটানো বন্ধ হয়ে গেলো। সাথে গোগ্গানীও। তাহলে কি ভুল করে ফেললাম? চোখের সামনে এভাবে আমার প্রিয় মানুষটা মরে গেলো, অথচ আমার পাগলামীর কারনে তাকে বাচালাম না।

আমি হাওমাও করে কেদে ফেললাম। এখনো যদি সময় থাকে এই আশায় আবার ঝাপ দিতে যাব, তখন দেখি কেউ একজন আমার ঘাড়ে হাত দিয়ে আমাকে ডাকছে। কি বলছে বুঝতে পারছি না। ঘাড় ঘুরে পিছনে ফিরতেই জ্ঞান হারালাম।

(৮)

যখন জ্ঞান ফিরল তখন দেখি আমি হাসপাতালে। তমা আমার হাত ধরে আমার পাশে বসে আছে।

জ্ঞান ফেরার পরও অনেক সময় লাগল স্বাভাবিক হতে। তমার সাথে তার দুইটা বন্ধুও আছে। ওরা খাবার নিয়ে এসেছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম,

- হাসপাতালে এলাম কিভাবে?
- এখন বিশ্রাম নাও। সুস্থ হলে সব বলব।

জোর করলাম না। মাথাটা ভারি ভারি লাগছে। হাত দিয়ে দেখি ব্যান্ডেজ। আবার জিজ্ঞেস করলাম,

- ব্যান্ডেজ কেন?
- তোমার মাথায় চারটা সেলাই দেয়া হয়েছে। পাথরে লেগে তোমার মাথা কেটে গিয়েছে।
- আমাকে হাসপাতালে নিয়ে এল কে?
- আমাদের ৮টায় পেনির সামনে থাকার কথা ছিল। আমি ৮ঃ০৫ এ এসে দেখি তুমি নেই। তোমাকে মেসেজ দিলাম, তুমি উত্তর দিলেনা।
- তারপর?
- কিছুক্ষন পর আমি ফোন করে দেখি তোমার ফোন বন্ধ। খুব ভয় হতে লাগল। সাথে সাথে তোমার রুমে চলে গেলাম। দেখি তালা দেয়া। কি করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না।
- তুমি বুঝলে কিভাবে যে আমি লেকের পাড়ে গিয়েছি?
- আমার মাথায় কাজ করছিল না। তোমার বন্ধুদের ফোন করে জিজ্ঞেস করলাম। কেউ কিছু বলতে পারল না।

তখন হঠাত মনে হলো, আমরা গতও সপ্তাহে যে হাইকিং এ যাওয়ার সময় ম্যাপের লোকেশন লাইভ শেয়ার করেছিলাম, ঐটা এখনো অন আছে কিনা।

- তারপর?
- দেখি, তোমার লাস্ট লোকেশন দেখাচ্ছে লেক। সাথে সাথেই আমি তাহি এবং রিফাত কে সাথে নিয়ে লেকে যায়।

তমা এখনো কথা বলছে। কিন্তু আমার প্রচন্ড ঘুম আসছে। মনে হয় ডাক্তার ঘুমের ঔষধ দিয়েছে। ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরে জানতে পারি, তমা গিয়ে দেখে আমি লেকে ঝাপ দিতে যাচ্ছি। সাথে সাথে আমাকে ধরে ফেলে। তমাকে দেখেই আমি জ্ঞান হারায়।

আমার মাথা দিয়ে তখনো গল গল করে রক্ত বের হচ্ছে। আর পাশে ছিল একটা রক্তমাখা পাথর।

----- সমাপ্তি -----